অমৃত বাজার পত্রিকা

৪র্থ ভাগ } ৬ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সন ১২৭৮ সাল ২১ সেপ্টম্বর ১৮৭১ খৃঃ অব্দ { ৩২সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

৬ আশ্বিন বৃহস্পতিবার

সূর্য্যগ্রহণ—আগামি ১২ ডিসেম্বর মাসে একটী সূর্য্যগ্রহণ হইয়া সর্ব্বগ্রাস হইবে। হাইং সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে সিংহলদ্বীপ হইতে গ্রহণ উত্তম রূপে দেখা যাইবে এবং সেখানে সর্ব্বগ্রাস প্রায় দুই মিনিট এগারে সেকেণ্ড অবস্থিতি করিবে। ভারতবর্ষে টেনেণ্ট, পগসন, হারসেল, হেনেসী প্রভৃতি জ্যোতিবেত্তাগণ নানা স্থান হইতে গ্রহণ দর্শন ও গণনা করিবেন। লকিয়ার সাহেব সম্ভবতঃ সিংহল দ্বীপে দর্শন ও গগনা নিমিত্ত উপস্থিত হইবেন, জানসেন সাহেবের জাবা দ্বীপে এই উদ্দেশে যাওয়ার কথা আছে। এতদ্ভিন্ন মেলবোরণ ও সিডনী হইতে এক দল জ্যোতিবের্ত্তা গ্রহণ দর্শন ও গণনার নিমিত্ত আষ্ট্রেলিয়ার উত্তর প্রদেশে যাত্রা করিবেন স্থির হইয়াছে।

হাইকোর্ট সরক্যুলার— ১৮৬৬ সালে হাইকোর্ট উকিলদিগের সম্বন্ধে যে নিয়ম করেন তাহার ১৫ ও ৩ বিধি পরিবর্ত্ত করিয়া এই রূপ ব্যবস্থা হইয়াছে নিম্ন শ্রেণীস্থ উকিলেরা এক্ষণ মুনসেফ ও স্মল কজকোর্ট এবং কাছাড় আসাম, ছোট নাগপুর ও কুচবিহারে ১৮৭১ সালের সিবিল কোর্টস অ্যাক্ট দ্বারা ভার প্রাপ্ত মুন্সেফ দিগের আদালতে উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিতে পারেন। যাহারা বিল এল অথবা উচ্চ শ্রেণী উকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহারা যে জেলায় কার্য্য করিতে চাহেন সেখানকার কলেক্টরের নিকট ২০ টাকা ফিস দিয়া রসিদ লইতে হইবে এবং এই রসিদ তাহাদের পরীক্ষা উত্তীর্ণ সার্টিফিট সম্বলিত আবেদন হাইকোর্টে প্রেরণ করিলে তাহারা হাইকোর্ট দ্বারা কার্য্যে নিয়োগ হইবেন।

শরীরং ব্যাধি মন্দিরং—"রোয়াল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস" সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্য শরীরে ১১৪৬ প্রকার রোগ হইতে পারে। ইহা ব্যতীত ৫৫ প্রকার কীট মনুষ্যের শরীরে আছে। কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলে যদি তাহাকে পীড়া বলা যায়, তবে এরূপ আর এক শত বাইসটি পীড়া হইতে পারে। এই সকল রোগের ৫৮টি শরীরের সকল স্থানেই হইতে পারে। স্নায়ু সংক্রান্ত ৫২ টি রোগ। আমাদের শাস্ত্রে লেখে বায়ু রোগ ৪৯টি।

বাঙ্গলা-পরীক্ষা—গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, এদেশের বাঙ্গলা ভাষার একটি পরীক্ষা হইবে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা কোন উপাধি পাইবেন না কেবল পারদর্শিতার এক খানি সার্টীফিকেট পাইবেন।

লাহোর—যে লোকটি জশিরাম জজকে হত্যা করিয়াছে কল্য প্রাতে তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। এলোকটি কুকাপন্থি ছিল, ইহা লইয়া কুকাদিগের মধ্যে গোলযোগ হইলে পারে এই জন্য বোধ হয় ইহার মৃত শরীরটি তাহার আত্মীয় গণকে দেয় নাই। লোকে এরূপ আশঙ্কা করে যে গোলযোগ উপস্থিত হইলে পারে। ভলনটিয়ারের কলেবর দিনং বৃদ্ধি হইতেছে। শহরের ভিতর সামান্য লোক দিগকে লাটি লইয়া যাইতে দেয় না। শুনা যাইতেছে যে রাত্রিকালে ফিরিঙ্গিরা কেল্লাতে শয়ন করে। ইতিপুর্ব্বে দিল্লি পঞ্জাব রেলওয়ে গতায়াতের যে অসুবিধা হইয়াছিল তাহা অনেক পরিমাণে অপলীত হইয়াছে। কেবল বিপাসার পূর্ব্ব তীরে ৭ ক্রোশ পথ আরোহী দিগের আপন আপন বন্দোবস্ত করিলে হয়। অম্বলা হইতে সাহারণ পুর পর্য্যন্ত রেল অদ্য হইতে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

জনসংখ্যা—১৮৭২ সালের ২৫শে জানুয়ারি তারিখ পূর্ণিমার রাত্রে কলিকাকাতা নগরির জন-সংখ্যা এবং সেই সময় এসমুদয় বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া হইবেক। প্রথম নাম এবং জাতি। যাহারা ১৮৭২ সালের ২৫ ইজানুয়ারি সোমবার রাত্রে কলিকাতা হইতে অনুপস্থিত থাকিবেন তাহাদিগর নাম তালিকাতে লিখিত হইবে না; তবে যাহারা সেই রাত্রেতে কার্য্য অনুরোধে নগর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকেন এবং ১৩ই মে মঙ্গলবার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন তাহাদিগের নাম লেখা হইবে। তালিকাতে প্রথমতঃ পরিবারের প্রধান ব্যক্তির নাম, তাহার পরে তাহার স্ত্রী সন্তাদির এবং গৃহস্থ পরিবার বর্গের নাম এবং সর্ব্ব শেষে উপস্থিত কুটুম্ব কিম্বা অতিথের নাম লিখিতে হইবে। স্ত্রী লোকের নাম না লিখিয়া তাহাদের সংখ্যা লিখিলে হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ পরিবারস্থ প্রধান ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের বিষয় লিখিতে হইবে, পরিবারস্থ ব্যক্তি, উপস্থিত কুটুম্ব এবং ভৃত্যাদিগের সংখ্যা লিখিতে হইবে। তৃতীয়তঃ তালিকা লিখিত স্ত্রী পুরুষের কে সধবা, কে বিধব, কে বিবাহিত, কে অবিবাহিত এবং কে গৃহশূন্য ইত্যাদি লিখিতে হইবে। চতুর্থতঃ স্ত্রী কি পুরুষের সংখ্যা। পঞ্চমতঃ বয়স। যে শিশুদিগের বয়স এক বৎসর হয় নাই তাহাদিগের কতমাস বয়স হইয়াছে লিখিতে হইবে। ষষ্ঠতঃ জাতি কিম্বা কোন দেশীয়। সপ্তমতঃ কোন রোগ, কোন ধর্ম্মাসংক্রান্ত এবং কোন সম্প্রদায়ী অষ্টমতঃ ব্যবসায় অথবা কি কাজ করে। নবম। লিখিতে পড়িতে জানে কি না এবং কোন ভষা জানে। দশমঃ কোন নগরে, কোন জেলা এং কোন দেশে জন্ম। কেহ যদি বধীর, বোবা, অন্ধ জড় অথবা উন্মাদ হয় তাহাও লিখিতে হইব। যদি জন্মাবধি এই সমুদয় রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে তবে তাহাও উল্লেখ করতে হইবে।

অহিফেন—গত কয়েক বৎসর অপেক্ষা এবৎসর বারানসী বিভাগে (গাজিপুর এই বিভাগের সর) অহিফেন অনেক কম হইয়াছে। অকালে শিলা বৃষ্টি প্রভৃতি ইহার অন্যতর কারা। পারস্যে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন অহিফেনের রপ্তানি এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে সুতরাং ভারতবর্ষীয় অহিফেনের প্রয়োজন ও মূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে এতদ্দর্শনে গবর্ণমেণ্টেরও সন্তোষ ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে অহিফেন উৎপন্ন অধিক হয় এই জন্যে বাঙ্গলা বোর্ডের মেম্বর মণি সাহেব এখানে আসিয়াছিলেন এবং এখানকার অহিফেন বিভাগের কার্য্য প্রণালী পরিদর্শন করিয়া অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক তথায় অহিফেনের বন্দোবস্ত উত্তম রূপ হইতে পারে কিনা তদ্বিষয়ে তথাকার প্রধান কমিসনরের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট আসামীদিগকে (চাসা) সের প্রতি ৪৷৷০ সাড়ে চার টাকা হইতে ৫ পাঁচ টাকা করিয়াদিতেছেন। মণি সাহেবের আদেশানুসারে এখানকার অহিফেন বিভাগের এজেণ্ট সাহেব পঞ্জাবে যদি উপরি অহিফেন পাওয়া যায় তাহার চেষ্টায় তথায় গমন করিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি বিশেষ কৃত কার্য্য হইতে পারেণ নাই। শুনিতেছি পঞ্জাবে আর একটী নূতন অহিফেন এজেন্সি খুলিবে এবং খুলিলে গবর্ণমেণ্টর লভ্য হইতে পারিবেক কিনা তদ্বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন করিতেছেন।

ক্যাম্বেল সাহেব ও সিবিলিয়ান গণ।

এদেশে একাল পর্য্যন্ত ৫ জন লেফটেনেন্ট গবরণর নিযুক্ত হইলেন। ইহার মধ্যে হ্যালিডে সাহেব নীলকুঠিয়াল ও সাহেব দিগের প্রিয় ছিলেন, গ্রান্টসাহেব দেশীয়গণের নিকট ভারি আদরনীয় হন। বিডন সাহেবও কোন দলের প্রীতিলাভ করেন এবং গ্রেসাহেব প্রায় সকল শ্রেণীর নিকট আদরনীয় হন, কিন্তু ক্যাম্বেল সাহেব যে পদ্ধতিতে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে আমাদের ভয় হয় তিনি পাছে সকলের নিকট অনাদরনীয় হন। তিনি কয়েক বিষয়ে এখানকার সিবিলিয়েন গণের প্রতি অন্যায্য ব্যবহার করায় তাহারা ইহার নিমিত্ত কলিকাতায় সুটর সাহেবের গৃহে এক [illegible] এই রূপ সাব্যস্ত করিয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেব এদেশে আসিয়া ঝড় তুফান আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি যে বিভাগের যে দিকে দৃষ্টি পাত করিতেছেন, তাহাই নূতন এক রূপ ধারন করিতেছে। আমরা যত দূর যাহা জানি তাহাতে তিনি এপর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন লোকে তাহার প্রতিবাদ নাই সমর্থন করে নাই, কিন্তু তিনি ইহাতে দৃক পাত ও করিতেছেন না। তাহার সহস অধ্যবসায় উৎসাহ ও পরিশ্রম দেখিয় তাহার উপর যাহারা বিরক্ত তাহাদের ও তাহকে করিয়া ভয় ও ভক্তির উদয় হইতেছে। এদেশীয়রা এক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি ভাল কি মন্দ, আমাদের শত্রু কি মিত্র, তাহার কিছুই স্থির করিত পারেন নাই। তিনি যেরূপ বেগে সমুদয় পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে লোকের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এটী কতক স্থির বটে যে তিনি যাহা ভাল বুঝিতেছেন তাহাই করিতেছেন। তিনি কাহার পরামর্শের অধীন নন। তিনি সমান চলিতেছেন। তাহার আজ্ঞা দ্বারা কি ভাঙ্গিল কি পূর্ণ হইল, কাহার সুখ আহার হইল কি কেহ মন ক্ষুণ্ণ হইলেন, তিনি তাহাতে ফিরেও তাকান না। এরূপ রাজ শাসনে একটী লাভ আছে। গ্রান্ট সাহেব ভিন্ন আর সমুদয় লেফটেনেন্ট গবর্ণরের শাসন কালীন বাঙ্গলা নিয়ম মত ধীরে ধীরে গমন করিয়াছে। ক্যাম্বেল সাহেব আবার বাঙ্গলার জীবনী শক্তির উদ্দীপন করিতেছেন। প্রতি দিন তিনি সাধারণকে ও রাজ কর্ম্মচারি গণকে তাহার কার্য্য দ্বারা উত্তেজনা করিতেছেন। সম্বাদ পত্রের আগা গোড়া প্রায় তাহারই কার্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে এবং সিবিলিয়ান গণ রোজ নূতন দেখিয়া দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছেন। তিনি সম্প্রতি দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত কতক গুলি প্রশ্ন প্রকটন করিয়া তাহার উত্তরের নিমিত্ত জেলায় জেলায় পাঠান এবং এইরূপ প্রশ্ন প্রায়ই আসিতেছে। এরূপ জীবন পূর্ণ শাসনকর্ত্তা আর কিছু না করুন দেশকে জাগরিত যে করিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বাঙ্গলার সিবিলিয়ান গণকে চটাইয়াছেন। আসিস্টেন্ট গণকে কোন পরীক্ষার দায় হইতে উদ্ধার করায় তিনি সিবিলিয়ান গণের নিকট প্রিয় কি অপ্রিয় হন তাহা বলা যায় না। হয়ত কবে তিনি ইংলণ্ড হইতে নবাগত কোন সিবিলিয়ানকে কোন উচ্চ পদে মনোনীত করিবেন, পঞ্জাবে এবং বাঙ্গলায় যদি তাহার প্রিয় পাত্র থাকে তবে কি ইংলণ্ডে তাহার কোন প্রিয় পাত্র নাই? তিনি হয়ত ইংলণ্ডে কোন বিদ্যালয়ে কোন পরীক্ষার উপলক্ষে উপস্থিত হইয়া চতুর বুদ্ধিমান সুন্দর কোন যুবাকে দেখিয়া আসিয়াছেন এবং এরূপ কোন যুবক এখানে সিবিল সরবিসে প্রবিষ্ট হইলে তিনি তাহাকে কোন উচ্চ পদে নিয়োগ করিবেন। আসিস্টেন্ট গণকে পরীক্ষার ভার হইতে পরিত্রাণ করিয়া তিনি সিবিলিয়ান গণের প্রিয় হইতে যত্ন করিয়াছেন এরূপ যাহারা ভাবেন তাহাদের সেটি বিষম ভুল। ক্যাম্বেল সাহেব সে ধাতুর লোক নন. অন্ততঃ এক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা বুঝিতে পারি নাই যে তিনি কাহারও অনুরাগের উপর কিছু মাত্র লক্ষ্য করেন কি না। কিন্তু তিনি সিবিলিয়ান গণের বিরাগ ভাজন হইয়া যে বরাবরি এমনি ঝোঁকে চলিতে পারিবেন আমরা সে ভরসা করি না। এদেশে যদি কোন শ্রেণীর কোন ক্ষমতা থাকে তবে সে সিবিলিয়ান গণের এবং ক্যাম্বেল সাহেব হাজারই বীর হউন, আমরা জানিনা তিনি সিবিলিয়ান গণের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে পারেন কি না। গ্রান্ট সাহেব শেষে পরাভূত হন, এবং ক্যাম্বেল সাহেব কি তাহা অপেক্ষা বীর? তবে এবার একটি সুবিধা আছে। ডিউক অব আরগাইল, লডমেও এবং ক্যাম্বেল সাহেব সব কয়েকটি ভারি আরিস্টোক্রাট। ইহারা তাহাদের নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক দিগকে বড় একটা গণ্য করেন না। সম্প্রতি এখানকার কুটিয়াল সাহেব দিগের সভা কর্ত্তৃক ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট এক খানি আবেদন প্রেরিত হয় এবং তিনি যে রূপ তাচ্ছল্যের সঙ্গে উহার উত্তর দিয়াছেন তাহাতে অনায়াসে বুঝা যায় যে বাদশার বংশ বলিয়া ইংরাজদিগের তাহার নিকট তত আদর নাই। ইনকম ট্যাকস সম্বন্ধে ইংরাজদিগের আবেদনের উত্তরেও তাহার এই রূপ ভাব প্রকাশ পায়। যাহা হউক এসমুদয় দ্বারা একটী বিষয় উত্তম প্রকাশ পাইতেছে। ইংলণ্ডে এদেশীয় ইংরাজগণের আদর ক্রমে কমিতেছে। তাহারা পূর্ব্বে যে গৌরব করিতেন তাহা আর বিস্তর দিন থাকিবেনা। ইহার কারণ কি তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। এদেশীয় ইংরাজেরা সম্ভবত আপন দোষে আপনাদিগকে হত গৌরব করিতেছেন। ভারতবর্ষ লইয়া এক্ষণ ইংলণ্ডে প্রায় তর্ক বিতর্ক হয় এবং যেখানে যখন তর্ক উপস্থিত হইয়াছে এদেশীয় ইংরাজ গণের কতককতক দোষ প্রকাশিত হইয়াছে। এদেশীয় ইংরাজ গণের এরূপ দুরবস্থা এক রূপ মন্দের ভাল বটে। আমরা উচ্চ হইয়া ইংরাজ সমাজে প্রবেশ করিব, সে আশা আমাদের নাই, তবে তাহারা কোন গতিকে কিছু অবনত হইলে আমরা তাহা দিগকে ধরিতে পারি। ফল ইংরাজেরা এক্ষণ আপনাদিগের পদ বুঝিয়া কাজ করুন। তাহারা আমাদিগের সঙ্গে একত্রিত হউন। আমরা এবং তাহারা একত্রিত হইলে কাহার সাধ্য নাই যে আমাদের প্রভাব সম্বরণ করে। ইংরাজেরা ভারি অহঙ্কারী, তাহারা এদেশীয় দাস দিগের সমাজ ভুক্ত হইতে মনে ভারি বেদনা পাইতে পারেন, কিন্তু তাহাদের মিসাতে আমাদের লাভ অপেক্ষা তাহাদের লাভ অধিক। আমাদের অদ্য যে দশা কল্যও সেই দশা, তাহারা পদস্থ আছেন, গবর্ণমেণ্টের নিকট হতাদর হইলে তাহাদেরই ক্ষতি।

ভারতবর্ষীয় সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

ডিউক অব আরগাইল ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের সংকল্প করেন উহা ৫ই আগষ্ট তারিখে খোলা হইয়াছে। খুলিবার সময় ভারি সমারোহ হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ইংলণ্ডস্থিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতেরা উপস্থিত থাকেন। এই উপলক্ষে ডিউক অব আরগাইল একটি মনোহর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি বিলাতি কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহা পাঠ করিয়া আমরা প্রকৃত পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। আমাদিগের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তা লর্ড মেও যখন ভারত বর্ষে পদার্পণ করেন তখন তিনিও একটি মনোহর বক্তৃতা দ্বারা আমাদিগকে চরিতার্থ করিয়াছিলেন; জগদীশ্বর করিতেন যে ইহাদের মুখে যে রূপ দেখা যায় কার্য্যেতেও তাহার শতাংশের একাংশ থাকিত। ডিউক অব আরগাইল আক্ষেপ করিয়াছেন যে কোম্পানী বাহাদুরের কর্ম্মচারি দিগের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় গণের যে সৌহৃদ্য ভাব ছিল তাহা এক্ষন বিরল হইয়াছে। তিনি ৫৭ সালের সীপাহি-যুদ্ধকে এই পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু বাঙ্গালিরা তাহা হইলে কেন লডমেও এবং তাহার নিকট এত বিরাগের ভাজন হইল? বাঙ্গালিরা ইংরাজদিগকে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিপতি

রূপে বরণ করেন। বাঙ্গালি দিগের ধন সম্পত্তি দ্বারা তাহারা এই বৃহৎ রাজ্য ক্রমে বিস্তার করিতেছেন। সীপাহি যুদ্ধের সময়েও ইংরাজেরা বাঙ্গলায় আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। সীপাহি যুদ্ধ ইংরাজেরা তাঁহাদের উগ্র স্বভাব, অবিবেচনা, অহঙ্কার প্রভৃতি দোষের দ্বারা উপস্থিত করিলেন এবং বাঙ্গালিরা তাহাদিগের চিরস্থায়ী স্বত্বের প্রতি দৃকপাতও না করিয়া সেই যুদ্ধের ব্যয় বহন করিল ও তাহাদিগের রাজভক্তি ও উদার চরিত্রের প্রত্যুপকার স্বরূপ ধন প্রাণ শোষণ করিবার নিমিত্ত দেশে সেস কর সংস্থাপিত হইল ও উচ্চ শিক্ষা উঠিতে চলিল। ডিউক অব আরগাইল যখন সীপাহি যুদ্ধকে ইংরাজও ভারতবর্ষীয় গণের জাতি বৈরিতার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তখন কি তিনি তাহা কর্ত্তৃক আমাদিগের প্রতি যে সমুদয় অবিচার হইয়াছে সে সব কথা প্রকৃত বিস্মৃত হইয়াছিলেন? যদি ডিউক অব আরগাইলের প্রকৃত ইচ্ছা থাকে যে রাজ পুরুষদের সঙ্গে দেশীয় গণের সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে সহস্র সীপাহি যুদ্ধের সাধ্য নাই যে তাহার অন্যথা করে। ঈশ্বর করেন শুভক্ষণে ডিউক অব আরগাইলের মুখ হইতে তাহার এই বক্তৃতাটী নিঃসৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে ভারতবর্ষের কপাল ফিরিবে।

ডিউক অব আরগাইল সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইংলণ্ডে সংস্থাপিত করিয়া ভারতবর্ষের অনেক উপকার করিলেন। এ দেশের পূর্ত্ত বিভাগের দুর্গতির এক শেষ। এমন মাস নাই, এমন দিন নাই, যাহাতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ইঞ্জিনিয়ার গণের অজ্ঞতা দ্বারা সহস্র সহস্র টাকা নষ্ট না হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে অনেক দিন হইতে চৈতন্য হইয়াছে এবং ডিউক অব আরগাইল উহা নিরাকরণের উপায় সংস্থাপন করিলেন। এই কলেজটী সংস্থাপন দ্বারা এ দেশীয় গণের প্রতি আর একটি অর্থকরী পথ পরিষ্কৃত হইল। এদেশে সিবিল সর্ব্বিশ সিবিল মেডিকেল সর্ব্বিশ, ব্যারিষ্টারি, সিবিল ইঞ্জিনিয়ারি ও মিলিটারি এই কয়েকটি বিভাগ সম্মানের এবং অর্থকরী। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলা হওয়ায় কেবল মিলিটারি ভিন্ন আর সমুদয় বিভাগে ভারতবর্ষীয়দের প্রবেশ করিবার সুবিধা হইল। কালেজটী ইংলণ্ডে না হইয়া ভারতবর্ষে হইলে আমাদের পক্ষে আরো সুবিধা হইত এবং যেখানে আমাদের অর্থে উহা সম্পূর্ণ সংস্থাপিত সেখানে এদেশে বসাইলে সুবিচার হইত। কিন্তু যাহা হউক ইংলণ্ডে স্থাপিত হওয়ায় আমাদের কতক গুলি মঙ্গল হইতেছে। প্রথমতঃ এখানে হইতে ইংলণ্ডে ছাত্রেরা সুশিক্ষা পাইবে এবং এই উপলক্ষে এদেশীয় যুবকে ইংলণ্ডে গমন করিবেন। এদেশীয়রা পরিমাণে ইংলণ্ডে যাইবেন আমাদের দেশের সৌভাগ্য সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

The Flood and the Cess.—The statement in the *Englishman* that Jessore has suffered less from the flood than Krishnagore and Moorshedabad is essentially an incorrect one. Jessore is lower than both Krishnagore and Moorshedabad, and as it is on the immediate east of the former the chance is that Jessore should suffer most. But we don't go so far, we are almost sure that Jessore has suffered at least as much as other districts. It is impossible to determine which of the District has suffered most without a local investigation by one person, and we hope the Divisional Commissioners, without depending upon the District magistrates, who have no opportunity of making comparisons, will themselves proceed to examine thoroughly the state of the country. The residents of the metropolis have very little idea what a tremendous flood like the one of this year means. It has innundated the whole country and innumerable villages have been deserted. The flood has carried away cattle grains and houses and destroyed young paddy plants from one end of the country to the other. It is indeed very fortunate that the *aoos* crop which by the bye gave a poor out-turn this year in Jessore was gathered before the rush of the flood, but then it is certain, crops which were already gathered and placed in barns have been washed away. There is no hope for the *amun* crop. The bare touch of flood water destroys the paddy plants, and there is no hope even for those plants which have not been completely buried under water. Then those cattle which have been saved will suffer a great deal for want of fodder, for if the people had time to remove the grains and other necessaries, they had very little opportunity of removing fodder which were placed in large stacks. Thus a great calamity has visited the land. A famine is apprehended. May God save the poor people of Bengal from such a dreadful calamity! The collection of rent is nowhere, the zemindars out of despair have ceased to collect their rents. Indeed it would be worse than inhuman to trouble the poor people for money now amidst this universal mistortune. And it would be useless too. Government should also suspend the collection of rent for a time, for if it presses upon the zemindars, the pressure will be only felt by the poor Ryots. Do not breathe a word of the cess this year at least. It was in the middle of August that the cess act came into operation, and it was in the middle of August that the flood made its appearance. That was ominous. Is the one symbolical of the other? Which is the greater evil, the one year flood or the ever-enduring cess, the fertilizing flood or the draining cess? Or is this flood like a counter-irritant applied by the Almighty to save the Ryots from a greater calamity? Even a flood is welcome tho' certainly not such a dreadful one if it be to save us from such an odious impost as the cess. Now the words of Babu Digumbar Mitra have been variified. In a low country with such a net-work of khalls and rivers, a net-work of roads is not only not a boon and useless but positively injurious. The rail roads, the railway bridges and feeders have not been able to withstand the rush of the flood, and we can easily conceive what will be the fate of those roads constructed by the so-called Road cess committee. There was a flood in 1230 B. S, one in 1245, another in 1263 and the last one this year. And another flood is expected in 1293 or 94. These periodical floods will undo the works of 15 years. But we hope the cess act will be suspended at least this year. It will be indeed inhuman and brutal to talk of the cess this year. Oh good people of England! Cease in your mad career and dont kill the duck for its supposed power of producing golden eggs.

Musical School.—We had sometime ago the supreme pleasure of paying a visit to the school of Hindu Music at Calcutta and examining some of the boys. A school to teach Hindu Music! Who ever dreamt that such a thing was possible? But nevethless it is an accomplished fact. There were about 36 (we forget the exact number) young gentleman present, all orderly, well behaved and attentive to their studies. We were told that a student who smelled spirit was expelled from the school and was never after re-admitted. Young boys are never admitted but with the approval of their guardians, and every student desirous of admission is required to show a certificate of good moral counduct. At present there are two classes, the Setar and the vocal music class, the former under the management of Babu Kallee P. Mookerjea, and the latter under Babu Udoy chand Goswamee both of them profound musicians. Both Babu Shoureendro Mohon Tagore and Professor Goswamee are constant visitors, the latter often taking the trouble of teaching the classes himself. With the kind consent of Mr. Woodrow the school at present sits at the premises of the Government Normal school. We examined some of the boys and we were surely not prepared to see such proficiency and aptitude in

the students. To the students the tones and semi-tones are as familiar, as a b, c to students in English. A most difficult Raginee (Marwar) was set to notation before our eyes and was given to a student, who immediately sung it to our infinite gratification We were told by the teacher that a *drupad* which was beautifully sung before us was taught not in the ordinary way but by means of professor Gosswanee's notation. This is then a triumph the value of which can scarcely be over-rated. Here is then at last a stop put to the gradual decay of that noble art which but for this system of notation would have certainly at last disappeared from India.

But there was one thing which deeply disappointed us. There was no or very little money to support the school. Rajah Joteendar-mohon Tagore has nobly incurred large expenses for the cultvation of Hindu music. He has all along maintained a school of music at his expence, and even now, the two professors who impart instruction to the students gratis are maintained by him. The question is, whether the school now that it has been formally established and thrown open to the public should be still maintained by the Rajah and his brother. The managers of the school think that it should no longer be a burden to the Raja, and to exist it must be supported by the public if it is to be maintained at all. The resolution is a wise one for obvious reasons. If such an institution be a want, it must be supported by the public but if it be not it will be only throwing away money and time. We hope the public will come forward with their contribution. Such an institution should not be allowed by the enlightend Natives to die for want of support.

CATTLE BREEDING IN BENGAL.—The attention of the Governmet was directed to the fact of a fearful epidemic amongst the cattle of Bengal and a commission was appointed composed of few Europeans and one Native to enquire into the matter. That cows, sheep, and goats are disappearing the former very fast, no one having the slightest knowledge of the state of things in the Moffosil will have the hardihood to deny. Ghee, milk &c have become not only very dear but scarce. True, this mightbe partly accounted for, as a portion of the poorer classes have learnt to partake of these luxuries which were previously confined to the upper classes. But then as we stated the other day we took the statistics of a single village inhabited by a large number of goalas & found to our alarm that whereas the yield of milk years ago as 8 mds it is now 6srs. only. And this is not an exceptional year. The decrease in the yield has been gradual and constant and this can only be accounted for by one of these suppositions that the species have deterioted their number have decreased. The *goallas* mournfully declare that both these evils are at the root of their misfortune, that they can scarcely see the face of a healthy strong calf or a fat milch cow, and that after an interval of 8or10 yrs that fell scourge the *bosonto* carries away 99 per cent from their herds and ruins them within 4 or 5 days. This is their representation and government believed it and appointed a commission. What did they do, we do not know, we believe nobody knows. One of these Commissioners, Dr Kenneth Macleod obtained a reward of Rs 500 from Government for compiling a treatise on the Native Mode of treating cattle diseases. But one thing we see, the number of cattle is still decreasing, the species still deteriorating, and that in spite of the cattle commissioners, Dr Macleod and his treatise. The subject is of vast importance Young Baboos, Zemindars, philosophers and politicians ! never think that such a subject is beneath the notice of your august personages. You have been too much stuffed with Income taxes cesses and Bramho marriage-Bill, and while pursuing a shadow you see not that ruin is following you. Mind we die with our cattle !

Our Cattle is our only wealth. The existence of the evil cannot be disputed for our Government is slow to move and when they were moved to appoint a commission to enquire to to it they perfectly knew that they were not spending money to discover a mare's nest. They have done some thing tho' as we said previously we know not what the commission from whom so much was expected have done to avert the calamity. WE MUST HELP OURSELVES and help Government with our counsels. It is the interest both of the governed and rulers to preserve the cattle of Bengal and we can expect every help from the Government. We shall however make two suggestions today.

Bengal cattle is weaker, leaner and more sickly than the people of the country. One of the chief reasons of this state of things is want of fodder. Grasses for cattle are not cultivated here as is done in other parts of the world. The people chiefly depend upon the straws which even they cannot collect properly, and a large portion is left in the fields for want of sufficient funds. The cows and bullocks in this country are only fed to keep them in existence and generally kept on half rations. On the other hand, they are made to work hard, a pair often doing all the business of a farmer having fifty biggas of arable land. Under such circumstances the poor, hardworked and famished cows and bullocks die of sheer exhaustion and fall an easy prey to such deseases as the *bosonto, the pashchima, the titla* &c. Some of the Ryots, of late have taken to cultivating the *jal bhoora* which is good fodder and which besides yeilds a good outturn of seed but the cultivation of the plant has not been extended, for reasons not known to us Why, we beg to inquire, has not such grasses as the guinea or the sorgo been introduced in Bengal ? What has Government done to introduce these grasses so valuable, what have the people done ? Let them distribute all over country seeds with printed directions how to cultivate the grasses, and as even mad men generally understand their interests the Ryots will gradually take to cultivating them. Cows better fed and strengthened, the people will then be barely in a condition to meet the multifarious Government demands the rent, the cess, the duty and &c.

Another most important reason for the deteriotion of the species is the disappearance of healthy strong bulls from the country. And who is the cause of this mischief? Our insane Government and its insane officers. In accordance with the injunctions of the *shastras*, a calf is usually set at large during the funeral ceremony of elderly people. These calves immediately become common property and they are treated with respect by the community. The charge of maintaining them are borne by the community and in time these simply by their mode of living become strong, half wild, huge bulls. That the object of this injunction of the shastras was to improve the breed we for one have not the least doubt. But where are these bulls now? They are rarely to be seen in Bengal now. Even few years ago some could be seen in the interior far from the Towns, but now they can scarcely be seen. Often traveling in the interior we have not not seen one such for years though ten or fifteen years ago there were at least 2 or 3 to be seen in every village. In the rutting season, we have seen the Ryots carrying their cows from village to village in search of a bull, and if they find a hard worked, lean and half famished one, they consider themselves fortunate. A healthy breed can never be expected from such seed and no amount of good feeding will improve a calf of such a parent. No wonder then that there should be an epedemic amongst cattle, and that the yield of milk should gradually decrease. It was we believe Mr Beaufort the Judge of the 24 Pergunnas who while Magstrate of Jessore first adopted the plan of employing these bulls for municipal purpuses. He had them caught, castrated, and broken. The people made a feeble attempt to oppose his measures without sucess. The plan is now generally adopted, and even in

Calcutta we see the sacred bulls serving ... municipality. The pound keepers also manage to catch them thro the agency of the chowkeedars and sell them to the Ryots. Thus these useful animals are extirpated to the detriment of the vital interests of the people. Apart from these considerations, if we look to the thing from the standpoint of a Hindoo, we can find no excuse for governm ent for interf ering with the religious institution of the country. What right has the Government over these bulls pray? But we have no intention of quarreling with Government for our right, the interests of both the government and the people are in danger, and we hope something will be done to preserve these most useful animals. This pennywise and pound foolish policy must cease. There are two most worthy Natives in the Legislative Council, why do they not introduce a Bill to this effect, or a Government order to the district and Municipal authorities will suffice?

এ দেশীয় গণকে উচ্চ পদ দেওয়া।

সম্প্রতি ডেলি নিউজ সম্পাদক আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া আমাদের মঙ্গলোদ্দেশে একটি প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তিনি বলেন এ দেশের প্রধান প্রধান পরিবার গণকে উচ্চ পদাভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য। তিনি এই সুযোগে এ দেশীয়দের উপর যে ঘৃণা আছে তাহারও পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ক্ষোভ করিয়া বলেন যে এ দেশের প্রধান প্রধান পরিবার লুপ্ত হইয়া গেল ও তাহার স্থানে কত গুলি ছোট লোক ঢুঁকিয়াছে। চারি দিকে কেবল মধ্যবর্ত্তী লোকের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ইহাদের গুণের মধ্যে তাহারা যৎ কিঞ্চিৎ ইংরাজি শিখিয়াছে। ডেলি নিউস এদেশের মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়ের প্রতি ভারি চটা, কিন্তু তাহার নিজের দেশের মধ্যবর্ত্তী লোকের উপর তাহার বিশেষ ভক্তি আছে। তাহার নিজের দেশের ছোট লোকের তিনি সপক্ষ, এদেশের ছোট লোকের প্রাদুর্ভাব তিনি সহ্য করিতে পারেন না। ছোট লোকের অত্যাচারে যে আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের দেশের ছোট লোক অতি নিরীহ। আমরা ইংরাজ ছোট লোকের কথা বলিতেছি। আমাদের চারি দিকে ছোট লোক। কমপিটিসন পরীক্ষার নিমিত্ত আমাদের দেশ ছাড়া লোকে পরিপুর্ণ হইয়াছে। পুর্ব্বে এরূপ ছিল না। তখন ইংলণ্ডের প্রধান পরিবারস্থ লোকে এদেশে আসিতেন। এক্ষণ ইংলণ্ড হইতে তাড়িত ও বহিষ্কৃত লোক গুলি এখানে আসিয়া কেহ সিবিলিয়ান হয়েন, কেহ অন্য ন্য মস্ত ... হয়েন, কেহ পত্রিকার সম্পাদক হয়েন ও কেহ শ্বেত চর্ম্মের সাহায্যে এ দেশের মধ্যে বিনা সম্বলে নবাবের ন্যায় জীবন কাটাইয়া যান।

ইংরাজ দিগের এ দেশের মধ্যবিত্ত লোক অপেক্ষা বড় মানুষ গুলির প্রতি কতক আস্থা আছে। তাহার কারণ, বড় লোকে ইংরাজ দিগকে কিছু খোসামদ করিয়া চলেন। তাহা দিগের ইংরাজ দিগের রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত স্বার্থ আছে। কি দেশীয় রাজাগণ কি জমিদার গণ কি কোম্পানি কাগজের অধিকারী গণ সকলেরই ইংরাজ রাজ্য গেলে সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকের নিকট ইংরাজ রাজ্য আর ফরাসী রাজ্য সকলই সমান। এখানেও ঘাস জল, সেখানেও ঘাস জল। কাজেই এক দল লোকে এ দেশীয় মধ্যবিত্ত গণকে মনের সহিত ঘৃণা ও অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু তবু ডেলী নিউস সম্পাদক যে এদেশীয় প্রধান প্রধান পরিবারস্থ লোক দিগকে বড় বড় চাকুরী দিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম।

আমাদিগের দেশীয় গণকে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ পদ না দিবার কারণ এই গুলি। প্রথমতঃ দেশীয় গণকে উচ্চ পদ দিলে দেশীয় গণের হস্তে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইবেক। তাহা হইলে ইংরাজ দিগের আধিপত্যের কিছু হ্রাস হইবেক। দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে ইংরাজ দিগকে প্রতিপালন করা হইতেছে, তখন এদেশীয় গণকে উহার অংশ দিতে হইবে। না দিবার এই দুইটি কারণ। দিবার কারণ কি কি তাহ দেখা যাউক। (১) এদেশীয় কর্ম্মচারী সস্তা পাওয়া যায়। (২) এদেশীয় গণ কর্ত্তৃক অনেক কাজ বিদেশীয় অপেক্ষা ভাল হয়। (৩) গবর্ণমেণ্ট দেশের প্রকৃত অবস্থা ও লোকের মনের ভাব অবগত হইতে পারেন। (৪) অত্যাচার কম হয়, কি অধিক অত্যাচার হইলেও লোকে সন্তোষের সহিত সহ্য করে। (৫) প্রজা গণ গবর্ণমেণ্টের বাধ্য থাকে। (৬) সিবিলের ব্যয় কমিয়া যায়। (৭) ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্মত কার্য্য করা হয়।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে ২১ শে সেপ্টম্বরে কলিকাতা হাই কোর্টের চিফ জাষ্টীস অনারেবল নরম্যান সাহেব এক জন পঞ্জাবী কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। নরম্যান সাহেব টাউন হলের উত্তর দিকের শিড়ির উপর দিয়া ঘরের মধ্যে যাওয়ার সময় হত্যাকারী প্রথম বাম দিকের তল পেটে ও পরে বাম পাখুরার উপর ছুরিকা দ্বারা আঘাত করে। রাত্র ১॥ ঘটিকার সময় সাহেবের মৃত্যু হয়। পঞ্জাবী ধৃত হইয়াছে কিন্তু কি কারণে সে খুন করিল তাহা এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশ

সংবাদ।

—১৮১৫ অব্দ হইতে ১৮৬৪ অব্দ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে ২৭৬২০০০ লোক হত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২১৪৮০০০ ইউরোপীয় ও৬৬১৪০০০ অন্যান্য দেশীয় লোক অর্থাৎ গড়ে বৎসর ৪৩৮০০ লোক মরিয়াছে। ১৭৯২ হইতে ১৮১৫ অব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সমর সকলে যত লোকের মৃত্যু হয় তাহার সংখ্যা ৫৫৩০০০০, অর্থাৎ কুড়ি বৎসরের মধ্যে গড়ে বৎসর ২৪০৪৩৪ লোক মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছে।

—পুলিশ আমলারা ঘুঁস লইয়া থাকে বটে, কিন্তু মধ্য ভারতবর্ষের এক জন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর সকলের উপর টেক্কা দিয়াছে। এ ব্যক্তি মরণকালে এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছে!

—কচ্ছেররাও সাহেব বদান্যতার বিশেষ পরিচয় দিতেছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া আসোসিয়াসনে তিনি পঞ্চাশ হাজর টাকা দান করিয়াছেন গত বৎসরও তিনি ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় সকলে পঁচিশ হাজার টাকা ও আলফ্রেড হাই স্কুলে লক্ষ টাকা দান করিয়া ছিলেন।

—কাশ্মিরের মহারাজা জামুতে একটি মিউসিয়াম স্থাপন বরিয়াছেন। এখানে নানা বিধ আশ্চর্য্য বস্তু সকল প্রদর্শিত হইবে, অথাৎ বিবিধ প্রকার অস্ত্র শস্ত্র, বস্ত্র, মনি, মুক্তা, ছবি, সকল প্রকার পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, উদ্ভিজ ও খনিজ পদার্থ ইত্যাদি।

—আণ্টনিও গ্যাসপ্যারন নামক এক জন রোমীয় ডাকাইতের সর্দ্দার ৪৬ বৎসর কারাগার বাস করিয়া সম্প্রতি মুক্তি লাভ করিযাছে। ইহার ছয় জন সঙ্গিকে ও খালাস দেওয়া হইয়াছে। ইহারা যখন কারারুদ্ধ যয় তখন রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি কিছুই ইটালিতে ছিলনা। এই সমুদয় ও সমাজের অন্যান্য পরিবর্ত্ত দেখিয়া তাহারা একেবারে অবাক হইয়া যায়। গ্যাসপ্যারন এক্ষণ ধর্ম্মের নিমিত্ত জীবন নির্ব্বাহ করিবে স্থির করিয়াছে। পুর্ব্বেও এব্যক্তি ধার্ম্মিক ছিল, তবে ৫০টি খুন, এতদ্ভিন্ন বিস্তর ডাকাইতি, ঘর জ্বালানি ইত্যাদী দ্বারা নিজ হস্ত কলঙ্কিত করে।

—সম্প্রতি বেগু সরাইতে একটি স্ত্রী ভ্রূণ হত্যা করিয়াছে বলিয়া তথাকার ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট সমীপে আনীত হয়, কিন্তু ডাক্তার পরক্ষা করিয়া তাহার গর্ভ বা সন্তান প্রসবের কোন চিহ্ন না পাওয়াতে সে অব্যাহতি পায়। সেসনে পুলিশের জমাদ্দারের নামে স্ত্রীলোকটি নালিশ করিয়াছে শুনিলাম তাহার নাকি স্বামী আছে।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "তমলক নগরী বেশ্যালয়ে পরিপূর্ণ যে দিকে দৃষ্টি করাযায় সেই দিকেই বেশ্যা, এমন কি ভদ্র বাশার নিকট বেশ্যালয়। সন্ধ্যা কালে তবলার চাটির জ্বালার বাশায় ও রাস্তায় যাওয়া দুস্কর। তমলুকের ভদ্র মহাশয়রা এসমন্ধে কেন মনোযোগ না করেন?"

—আমাদের দেশে লোকে বিষয় বন্ধক দিয়াও টাকা পায় না, কিন্তু ইংলণ্ডে ও আমেরিকার মহাজনেরা খাতকের জন্য লালায়িত। সম্প্রতি নিউ ইওর্কের এক জন ধনী এক লক্ষ ডলার (২ লক্ষ টাকা) কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা

করেন, কিন্তু কেহই তাহা লইতে সম্মত হন না। এমন কি বৎসর শতকরা এক সেণ্ট অর্থাৎ সোয়া পয়সা সুদে তিনি টাকা খাটাইতে চান, তাহাতেও কেহ অগ্রসর হয় নাই। আমেরিকান ধনকুবীরগণ এদেশে কেন কিছু টাকা পাঠান না?

—সম্রাট নেপোলিয়ানের বিষয় সম্পত্তি যুদ্ধ পীড়িত ব্যক্তি দিগেকে বিভাগ করিয়া দিবার কথা হইতেছে। ফরাসী সভায় এবিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হইতেছে।

—ইংলণ্ডের উপনিবেশ সকল সভ্যতায় ক্রমে ইংলণ্ডকে ছাড়াইয়া উঠিল। শ্যালিকাকে বিবাহ করার পদ্ধতি ইংলণ্ডে নাই, কিন্তু অষ্ট্রালিয়ায় উহা প্রচলিত হইয়াছে।

—বিস্তর ফরাসী বণিক ও কারখানাদার ফ্রানস পরিত্যাগ করিয়া স্পেন, বেলজিয়াম ও ইংলণ্ডে উঠিয়া যাইতেছে।

—ফ্রানসে এবার আঙ্গুর বিস্তর হইয়াছে। যদি বায়ু পরিষ্কার থাকে, তবে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার সুরা কম পরিমাণে প্রস্তুত হইবে না। প্রতি বৎসর ফ্রানসে ছয় কোটি টাকার মদ বিক্রয় হয়।

—এক খানি ইংরেজী পত্র বলেন যে নরওয়েবাসীরা মাছ ধরিবার সময় তাহাদের সহিত একটা ৩।৪ ফুট নল রাখিয়া দেয়। ঐ নলের এক মুখ জলে ডুবাইয়া অপর মুখ দ্বারা নিরীক্ষণ করিলে জলের মধ্যে ১০ কি ১৫ ফ্যাদম দূরস্থ বস্তু সকল সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। এই রূপে তাহারা মাছের ঝাক বাহির করিয়া তাহা জাল দিয়া ঘিরিয়া ফেলে এবং একেবারে হাজার২ মৎস্য ধৃত করে। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র না থাকিলে নরওয়েবাসীদের পক্ষে মাছ ধরা অতিশয় কঠিন হইত।

—পঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকে জানেন যে, "গুণ২ শব্দকারী" পোকা সকল পাখা নাড়াইয়া ঐরূপ শব্দ করে। সংপ্রতি আমেরিকায় একটি যন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে যদ্দ্বারা উহাদের পাখা পরিচালনের সংখ্যা নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। এরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে যে, একটি মশা এক সেকেনে ১৫ হাজার বার পাখা নাড়ায়।

—ভারসিলিসে কমলা নেবুর গাছ সকল ৪।৫ শত বৎসর পর্য্যন্ত সতেজে জীবিত থাকে। ইহারা অতিশয় আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায় এবং অনেক বৎসর না গেলে ফল ধারণোপযোগী হয় না।

—আমরা অতি বৃষ্টী ও জল প্লাবনের নিমিত্ত হাহাকার করিতেছি, আবার বোম্বাই বাসীরা হা বৃষ্টি হা বৃষ্টি বলিয়া আকাশ মুখ তাকাইয়া রহিয়াছে। উক্ত প্রদেশে এরূপ জল কষ্ট অনেক কাল হয় নাই। গ্রীষ্ম ও রৌদ্রের তেজ এরূপ প্রখর যে দেশীয়রা পর্য্যন্ত তাহা সহ্য করিতে পারিতেছে না। শস্য অগ্নি মূল্য হইয়া উঠিয়াছে!

—বোম্বাই নগরে একটি ভয়ানক হত্যা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এক জন মাড়োয়ারীর দোকানে তিন জন রোহিলা কিছু জিনিষ পত্র কিনিতে যায়। দোকান দারের নিকট তাহারা চাউলের দর জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু তাহারা যেরূপ অনুমান করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা বেশী দর বলায় এক জন রোহিলা তাহার তরয়ার বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ মাড়োয়ারীর মস্তক ছেদন করে। অন্যান্য মাড়োয়ারীরা ইহার সাহায্যার্থে আগমন করে, কিন্তু তাহাদেরও ঐরূপ দশা ঘটিয়াছে।

—আগামী ডিসেম্বর মাসে সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস হইবে। ভারতবর্ষ, সিংহল ও অষ্ট্রালিয়ায় ইহা দেখা যাইবে। দুই মিনিট পনর সেকেন পর্য্যন্ত সর্ব্ব গ্রাস থাকিবে। এই ঘটনা পরিদর্শনার্থে ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বিস্তর দার্শনিক পণ্ডিত আসিবেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কতক উদ্যোগ দেখাইতেছেন। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে পনর হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। মান্দ্রাজে যে গবর্ণমেণ্ট জ্যোতি বেত্তা আছেন তিনি অতি যোগ্য ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার নিকট যে সমুদায় যন্ত্র আছে তাহা অতি কদর্য্য। কলিকাতার মিণ্ট মাষ্টারকেও মান্দ্রাজে পাঠান হইবে। তিনি গ্রহণের ফটগ্রাফ তুলিবেন।

—উড়িষ্যায়ও শেস কর প্রচলিত হইল। কটক ক্রনিকল এই নিমিত্ত আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে উৎকল বাসীরা এক ইরিগেসন করের নিমিত্তই ব্যতিপ্রস্ত আবার তাহার উপর শেস কর বসিলে তাহাদের প্রকৃত রক্ত শোষণ করা হইবে। যে নিয়মে গবর্ণমেণ্ট উড়িষ্যার উন্নতি আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে উড়িয়ারা সত্বর গোলক ধাম প্রাপ্ত হইবে।

—মিস ওয়াকার নামক এক জন মহিলা ম্যাটার হর্ণ গিরির শীর্ষ দেশে আরোহণ করিয়াছিলেন। কোন স্ত্রীলোককে এযাবৎ এরূপ দুরূহ কার্য্য করিতে দেখা যায় নাই। উক্ত গিরি ১৪৮৫০ ফিট উচ্চ!

—সমস্ত পৃথিবীতে এক লক্ষ কুড়ি হাজার মাইল রেলওয়ে স্থাপিত হইয়াছে। মোটামুটি ধরিতে গেলে ইহা প্রস্তুতির নিমিত্ত দুই শত কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ব্রিটেনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও ইউনাইটেড ষ্টেটসে সর্ব্বাপেক্ষা কম ব্যয় হইয়াছে। রেলওয়ে দ্বারা প্রায় দশ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইতেছে।

প্রেরিত।

"মার পোড়েনা পোড়ে মাসির।"

আপনার ৩০ সংখ্যক পত্রিকায় কোন বনবাসী উচিত বক্তা মহাশয়ের লিখিত প্রতিবাদ পাঠ করিয়া তদুপলক্ষে কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। উচিত বক্তা মহেশপুরের টৌন কমিটির চেয়ার ম্যান বাহাদুরের সপক্ষতা করিতেছেন। তাঁহার রচনা প্রণালী দেখিলেই বোধ হয় তিনি প্রভু ভক্ততা নিমিত্তই হউক বা অন্য কারণেই হউক ক্রোধে জ্বলিত হইয়াছেন। কিন্তু কি করি উচিত কথা না বল্লে পেটের ভিতর গুড গুড় করিতে থাকে। উচিত বক্তা তাঁহার সামান্য চর্ম্ম চক্ষে কমিটি সম্বন্ধে চেয়ারম্যান বাহাদুরের কোন দোষ দেখিতে পাইতেছেন না। আমরা দিব্য চক্ষে যাহা দেখিতেছি আপাততঃ তাহার একটি তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে তিনি "উচিত বক্তা" কি না।

যখন ১৮৬৯।৭০ সালের সব ডিবিজনের বজেট এষ্টিমেট পাঠান হইয়াছিল, তখন চেয়ার ম্যান বাহাদুর কেন মনযোগী হইয়া মহেশপুরের কমিটির ফণ্ডে কত টাকা মজুত আছে তাহা দেখিয়া মেম্বর গণের নিকট এষ্টিমেট চাহিয়া লইলেন না? তিনি ও ত এক জন মেম্বর এবং কমিটির পক্ষে সর্ব্বেসর্ব্বা মেম্বর গণ সর্ব্বদাই তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকেন। উপযুক্ত সময়ে এষ্টিমেট না লওয়ায় এক বৎসর নিরর্থক অতিবাহিত হইল। তিনি মনোযোগী হইলে কমিটিকে অমূল্য সময় অপব্যয় করিতে হইত না। এই বর্ষার পূর্ব্বেই রাস্তা গুলির সংস্কার হইত। আমাদের ক্লেশেরও অপনয়ন হইতে পারিত। মেম্বর গণ অনায়াসেই সুচারু রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। যে ফেরিফণ্ডের রাস্তার এত দুর্দ্দশা তাহা ও তাঁহার মনোযোগে নিরাকৃত হইতে পারিত। অতএব আমরা পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি যে আমাদের রাস্তার ক্লেশের মূলই চেয়ারম্যান বাহাদুরের অমনোযোগ। যদি বলেন তাঁহার প্রতি অনেক কার্য্যের ভার আছে। তাহাতেই তিনি যথা সময়ে সকল কার্য্যে মনোযোগী হইতে পারেন নাই। এরূপ আপত্তি নিতান্ত অমূলক। কারণ এই সকল উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করিবেন বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট এই সকল ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। ইহাতে মনোযোগ না করায় তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যের অকরণ জন্য প্রত্যবায় গ্রস্থ হইবেন না? মেম্বরগণ তাঁহার মুখাপেক্ষী সুতরাং তাঁহারা ও সংসৃষ্ট দোষে দোষী হইতেছেন।

যাহা হউক আর আমরা বাগজাল বিস্তার করিতে চাহি না। উচিত বক্তাকে জিজ্ঞাসা করি (বোধ হয় তিনি মোক্তার) উচিত কথা বলিলে কি লোকের নিন্দা করা হয়? যাহার যে দোষ তাহা তাহাকে না দেখাইয়া দিলে তাহার সংশোধন কিসে হইবে? উচিত বক্তা মহাশয় কিঞ্চিৎ মনোযোগের সহিত শান্ত চিত্তে ভাবিয়া দেখিবেন যে তিনি উচিত বক্তা পদে বাচ্য হইতে পারেন কি না। আমরা তাঁহার কথার উত্তর দিতাম না। কেবল ক্লেশের পর ক্লেশ দিলে মনে মহা দুঃখ জন্মে। সেই দুঃখের উত্তেজনাতেই আমরা দুই চারি কথা বলিলাম।

মহেশপুর ২৮ শে ভাদ্র ১২৭৮

শ্রীভজহরি মাসান্ত

নড়াল অঞ্চলের বন্যার বিশেষ বিবরণ।

আজ ২৯ শে ভাদ্র গত হইতে চলিল তবু জলের বাড় কমিল না। কুড়ী দিনের মধ্যে এমন দিন দেখিলাম না যে দিন কিছু জল কমিল। একাধিক ক্রমে জল বৃদ্ধি হওয়ায় প্রকৃত পক্ষেই এপ্রদেশ ডুবিয়া গিয়াছে। আমি আজ ২০।২২ দিনে, নড়াল মহকুমাটি প্রদক্ষিণ করিলাম কিন্তু কোথায়ও দেখিলাম না যে এক গ্রামে পাঁচ ঘর লোক মাটিতে আছে। মহকুমাটির লোকের সংখ্যানুসারে বিবেচনা করিলে চারি ভাগের দুই ভাগ লোক চাঙ্গ বাধিয়া তাহারই উপর অমনি কোন রূপে প্রাণ বাচাইতেছে, বক্রি অনেকের প্রায়ই স্থান ত্যাগ করিয়া যে কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। অবশিষ্টের কথক নৌকায়, কথক স্বকীয় গৃহ মধ্যস্থ খাট চৌকির উপর থাকিয়া দিন কাটাইতেছে। যাহাদের গৃহ মধ্যে আজ ও মাটি দেখা যাইতেছে সে অতিশয় জল সিক্ত মৃত্তিকা, সাধ্য কি, দুই দণ্ড তাহার উপর দাড়াইয়া থাকা যায়। এই অভাবনীয় জল প্লাবনে, সকলেরই মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, ধন সম্পত্তির আশা অনেকেই নাই কেবল কি রূপে প্রাণ বাচিবে এই ভাব-

...উঠিয়া যাইতেছে। পরমোপকারি গো জাতির অবস্থা দেখিলে, বোধ হয় এমন পাষাণ হৃদয় নাই যে আক্ষেপ না করে। গৃহস্থাশ্রিত বিড়াল, কুকুর পাল২ জলে ভাসিয়া যাইতেছে। স্থল অভাবে স্বাপদ ব্যাঘ্র এবং সর্প ইহারা প্রায় লোক ভয় পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহা ব্যতীত নানা জাতীয় ভুচর কীট জলে ভাসিয়া যাইয়া যাহা অবশিষ্ট আছে তাহারা দৃঢ়রূপে ভাসমান তৃণ এবং মগ্ন প্রায় বৃক্ষাদি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। একটি হাট বাজারও প্রায় স্বস্থানে নাই। নৌকায় নৌকায়ই হাট বাজার হইতেছে। এখনই অনেক গরিব দুঃখিদের দিনে এক সন্ধ্যা যোটা ভার হইয়াছে ইহার পর ধান ভানার যে একাদ টুকু সুবিধা আছে তাহা ফুরাইলে দীন দুঃখির সঙ্গে২ মধ্য বিত্তেরাও হা অন্ন হা অন্ন করিয়া ব্যাকুল হইবেন। সুশোভিত ধান্য ক্ষেত্র সকল মগ্ন হইয়া আসিল। এক মাস পুর্ব্বে যে স্থান দিয়া ধানের জন্য নৌকা চলিত না এখন সেখানে তৃণ গাছিও নাই। নৌকা চলাচলের পথের বিচার নাই, কেবল, বৃক্ষ এবং গৃহ সকলের উপর দিয়া ভিন্ন যেখান ইচ্ছা সেখান দিয়া নৌকা চলিতেছে। আমি গত কল্য প্রায় ৪। ৫ শত লোকের উঠানের উপরে২ পালি দিয়া নৌকা চালাইয়া আসিয়াছি। এই তো অবস্থা ইহার মধ্যে আবার অনেক স্থানে কুমিরের উদ্বেগে গৃহ পালিত গো বৎসাদি রক্ষা করাও অনেকের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মহাশয়। দুঃখের কথা বলিতে চক্ষের জল আইসে, এমন সময়ে আমাদের রাজ পুরুষেরা কিরেও একভাগা প্রজাদের দিকে চক্ষু তুলিয়া তাকাইতেছেন না, কেবল হস্ত প্রসারণ করিয়া, নানা উপলক্ষে অর্থ আকাঙ্খা করিতেছেন। আমরা তাহাদিগকেই বা কেন দুষি বঙ্গ দেশস্থ প্রজাদিগেরই দুরদৃষ্ট, ইহারা সন্তাপিত এবং পীড়িত হইয়া যাহাকেই আশ্রয় করে দুদিন পরে তাহারাই ভক্ষক হইয়া উঠেন। দেখিতেছি কাতরের ঈশ্বরই গতি এখন তিনি যদি চক্ষু তুলিয়া তাকান, অন্যথায় প্রকৃত মনের সহিত ভাল বাসিয়া আমাদের শুভাশুভের চেষ্টা করেন কৈ এমন মানুষ আর তো দেখি না।

যত ঘর লোকের যে অবস্থা আমার চক্ষে পড়িয়াছে তাহার নিম্নস্থ তালিকা দেখুন।

১। জল হইতে ২। ৩ হাত মাত্র ঘরের চাল জাগিতেছে	১২১ খান বাড়ী
২। উঠানে সাঁতার, ঘরে চাঙ্গ বান্ধিয়া বাস করিতেছে	৩০৩ খান বাড়ী
৩। উঠানে হাটু জল, চাঙ্গ এবং খাট চৌকির উপর বাস করিতেছে	৫৫১ খান বাড়ী
৪। ঘর দেখা যায় না একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে	৬২ খান বাড়ী

এই সব বাড়ীর লোক কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন অনেক স্থান আমার চক্ষের অগোচর আছে। এই সকল দুরবস্থা গ্রস্থ লোকের মধ্যে চণ্ডাল এবং মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। মানুষের দশা ত এই, উহা ব্যতীত তরি তরকারির গাছ যে কত নষ্ট হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কাঠালের গাছ ও প্রায় ফুরাইয়াছে।

মহাশয়। ঈশ্বর না করেন এখন যদি ঝড় হয় তবে আর এদেশ থাকিবে না। কি হইবে সেই ঈশ্বরই জানেন।

অবশেষ সময়ে দেশীয় জমিদার মহাশয়দের নিকট এই প্রার্থনা, এমন সময় দুঃখী প্রজার প্রতি যেন তাঁহাদের একটু সদয় দৃষ্টি থাকে।

অনুগত গ্রাহক
নড়াল।

লেপ্টনান্ট গবর্ণরের আসাম ভ্রমণ।

মহামান্য লেপটেনেন্ট গবর্ণর আসিতেছেন এই সংবাদ শুনিলে লোকে কেন আহ্লাদিত হয়, প্রথম রাজ প্রতিনিধি দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইবে, দ্বিতীয় আপনাদিগের দীর্ঘ কালীয় সঞ্চিত মনোবেদনা জানাইয়া সুবিচার প্রার্থনা করিবে এবং দেশের অবস্থা জানাইবে। লেপটেনেন্ট গবর্ণর সাহেব মহোদয়ের জাহাজ আসিতেছে দেখিয়া সকলেই ব্যস্ত, নদিতীরে শত২ লোক দণ্ডায়মান, কে কি দেখিয়াছেন তাহা তাঁহারাই জানেন।

সম্পাদক মহাশয়! সাহেব মহোদয় নগরখানা ভ্রমণ করিয়া দেখিতে ত্রুটি করেন নাই। কাছারি প্রভৃতি প্রধান ২ পরিদর্শনের স্থান সকল বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন। দিবসের মধ্যে এক সড়ক দিয়া দুই তিন বারও গমনাগমন করিয়াছেন। কাছারীর আমলারা, রাজপথের দুই পার্শ্বস্থ অধিবাসীরা সকলেই রাজ প্রতিনিধি দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছে কেবল স্কুলের দুর্ভাগ্য তাহার কপালে রাজ প্রতিনিধি দর্শন ঘটিয়া উঠিল না। স্কুল পর্য্যাবেক্ষণের এক প্রধান সামগ্রী, আমাদিগের লেপটেনেন্ট গবর্ণর সাহেব মহোদয় যে কি ভাবিয়া স্কুলের মনোভিলাষ পুর্ণ করিলেন না তাহা বলিতে পারিনা। সাহেব মহোদয় কি স্কুলে উপস্থিত হইলে বিশেষ রূপ অর্থাৎ তাঁহার উপযুক্ত সমাদর লাভ করিতে পারিতেন না। একবার উপস্থিত হইলেই দেখিতে পারিতেন যে স্কুলের শিক্ষকেরা ও ছাত্রেরা আচার ব্যবহার বিশেষ রূপ শিক্ষা করিয়াছে কি না। আমাদিগের আসাম প্রদেশের প্রতিনিধি কমিসনর সাহেব মহোদয় স্কুলের শিক্ষকদিগের আচার ব্যবহারাদী উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ রূপ অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টে এক সুদীর্ঘ লিপি পাঠাইয়া ছিলেন, তাহার পরিণামে কি হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। ইংলণ্ডের এক জন সাধারণ লোকও এতদ্দেশীয় এক জন প্রধান সম্ভ্রান্ত লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদি আমাদিগের বর্ত্তমান লেপটেনেন্ট গবর্ণর সাহেব মহোদয় এরূপ বিবেচনা করেন, তবে আমরা বৃথা আক্ষেপ করি।

চা-বাগানের প্রতি লেপটনে গবর্ণর সাহেব মহোদয়ের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নয়। দুর্ভাগা কুলী দিগের অবস্থা যে তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়াছে ইহাতে বোধ হয় তাহাদিগের অনিবার্য্য দুঃখের অবসান কথঞ্চিত পরিমাণে হইলেও হইতে পারে। আমাদিগের আসাম প্রদেশের কমিসনর সাহেব মহোদয় এসন হইতে চা-বাগানের অবস্থা সকল বিশেষ করিয়া দেখিবেন। বোধ হয় এজন্যই তাঁহার শিলঙ্গ যাওয়া হইল না। আমরা শুনিয়াছি উপর আসামের এক জন আসিষ্টাণ্ট কমিসনর চা-বাগানের এক জন তত্ত্বাবধায়ক সাহেবের সপক্ষ হইয়া কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করায় তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর হইয়াছেন।

উত্তর গোহাটি বাসীরা মিউনিসিপাল কমিসনর দিগের কার্য্য প্রণালীর বিরুদ্ধে এক খানা বিনামি আবেদন করিয়াছে। উত্তর গোহাটিতে এরূপ জঙ্গল যে দিবসে ঘরের বাহির হওয়া যায় না বাড়ীর নিকট হইতে গরু সকল ব্যাঘ্রে লইয়া যায় হাউস টেকস যে পরিমাণে আদায় হয় তাহা দ্বারা অনায়াসে জঙ্গল পরিষ্কার হইতে পারে, তবে যে কেন হয় না তাহা পাঠক বর্গ অনুমানে বুঝিয়া লউন।

আসাম রাজার সময়ের যে সকল নিস্কর ভুমি ছিল তাহার মধ্যে যে সকল ভুমি চাষী এবং আবাদী তাহার রাজস্ব নিয়মিত খাজানার অর্দ্ধেক দেওয়ার নিয়ম আছে। যে সকল ভুমি পতিত তাহার রাজস্ব দিতে হইত না। এখন হইতে পতিত ভুমির ও রাজস্ব দিতে হইবে এই কথা শুনিয়া অনেকে একত্র হইয়া পতিত ভুমির রাজস্ব না দিতে হয় এই মর্ম্মে একখানা আবেদন পত্র দিয়া ছিল। শুনিতে পাই মহামান্য লেপটেনেন্ট গবণর সাহেব মহোদয় নাকি তাহাদিগের সেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এবিষয় আমরা কিছু বলিলেইবা শুনে কে, যাহারা হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা তাঁহারা যাহা করিবেন তাহার উপর আমরা আর কি বলিব। প্রজার ক্রন্দন অপেক্ষা অর্থই অধিক যাহারা এরূপ বিবেচনা করেন তাহাদিগের নিকট কাঁদিয়া ফল কি। রাজা রামচন্দ্র প্রজার অশ্রু স্বীয় রক্ত বিন্দু অপেক্ষাও অধিক মুল্যবান জ্ঞান করিতেন।

গোহাটি আসাম ৭ইসেপটেম্বর ১৮৭১ } মহাশয়ের একান্ত বশম্বদ শ্রীঃ—

বিজ্ঞাপন।

(*A Novel full of Mysteries in Bengali.*)

এই এক নূতন!

আমাদের গুপ্ত কথা!!

অতি আশ্চর্য্য!!!

প্রথম পর্ব্ব ২২ সংখ্যা পর্য্যন্ত রঙ্গীণ টাইটেল যুক্ত একত্রে বাঁধা হইয়া বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ৸০ বার আনা ডাক মাশুল ৵ আনা। এবং দ্বিতীয় পর্ব্ব সংখ্যানুসারে প্রতি রবিবার এক এক সংখ্যা প্রকাশ হয়, ৩৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে, মূল্য প্রত্যেক সংখ্যা দুই পয়সা মাত্র। সাজাহানের দরবারের রহস্য প্রকাশক "উজীর পুত্র" নামে আর এক খানি নবেল প্রতি শুক্রবার প্রকাশ হয়, মূল্য ঐ। এবং "বিদূষক" নামে এক খানি বাঙ্গালা Punch প্রতি শনিবার প্রকাশ হয়, মুল্য ঐ। উজীর পুত্র ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত এবং বিদুষক ৭ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে। এই তিন খানি পুস্তক কলিকাতা শোভা বাজার শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটিতে আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীনবীন কৃষ্ণ বসু।

236

বিজ্ঞাপন।

হমিওপেথী চিকিৎসা।

বাবু বেণিমাধব ঘোষ এই চিকিৎসা অমৃত বাজারে আরম্ভ করিয়াছেন। হমিও পেথী চিকিৎসার অন্যান্য গুণের মধ্যে ইহার নিকট অসাধ্য কোন রোগী নাই। ডাক্তার ও কবিরাজের পরিত্যক্ত রোগ এই চিকিৎসাতে এক মাত্রা ঔষধ সেবনে অনেক সময় আরোগ্য হইয়াছে। বেণিবাবু অল্প কালের মধ্যে এখানে অনেক গুলি কঠিন রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। বিক্রয় নিমিত্ত তাহার নিকট বিস্তর হমিও পেথী ঔষধ প্রস্তুত আছে। তিনি সুলভ মুল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতেছেন। অমৃত বাজার

অবকাশ রঞ্জিনী।

কতিপয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অবকাশ রঞ্জিনী সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নানা বিষয়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট রসাল কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতা রসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ পরিতৃপ্ত লাভ করিবেন। মূল্য ১ টাকা যশোহর স্কুলের শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্রের নিকট প্রাপ্তব্য।

চট্টগ্রামেরএকজন সুশিক্ষিতযুবকইহার গ্রন্থকর্ত্তা

এদেশে অম্যান্য কার বারি লোকের ন্যায় ছুতরের ভারি কষ্ট আমরা ইহার নিবারণ নিমিত্ত এখানে একটি কাষ্ঠের কারখানা খুলিয়াছি ইহাতে উত্তম উত্তম মিস্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছে। আমরা অন্যত্র অপেক্ষা অতিসল্প ব্যয়ে অতি সল্প সময়ে উত্তম কাষ্টে যিনি যে রূপ অডর দিবেন প্রস্তূত করিয়া দিব। অড়র বুঝিয়া দাদন করিতে হইবে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র মিত্র

আগামি অক্টবর মাস হইতে সম্বাদ পত্রের মাস্থুল কমিয়া আধ আনা হইবেক অতএব ইহা দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে ছে যে আধ আনা দামের অধিকমূল্যের ষ্ট্যাম্প আমারা গ্রহণ করিব না।

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা [illegible]তীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফিয়ার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত রিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরে না ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট "সর্পাঘাত

পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেতডাক মাস্থুল ।৴ আনা

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকর

অমৃত বাজার।

গঙ্গাপ্রসাদমুখোপাধ্যায় এম বি

কর্ত্তৃক নুতন পুস্তক।

"মাতৃ শিক্ষা"

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সুতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশ উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২৲ টাকা ডাক মাশুল সহিত ২।০, ৫খান একত্রে লইলে অর্থাৎ ১০৲ টাকা ও ১৫৲ টাকা শত করা হিসাবে কমিসন। কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হষ্টেল শ্রীগুরুদাস চট্টোপায়ে নিকট পাওয়া যাইবে।

কল এবং সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নান বিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও হরেক রকম গহন আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীধর পূরের বাসার নিকট আমার দোকানে আডর দিলে আমি ন্যায্য মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব।

শ্রীআনন্দ চন্দ স্বর্ণকার,

ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর মামারক কাটি।

মৎ প্রনীত "ভুগোল বিদ্য" নামক ভুগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবীর স্থুল স্থুল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ নূতন এব পূরাতন পৃথিবীর তাবদ্দেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহাদ্বার মাইনর ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিসক শেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকের এক পার্শে মুদ্রিত হইয়াছে) ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমানিত হইতে পারে।

মূল্য ৷৴ আনা মাত্র।

ভবানিপূর জগুবাবুর বাজার } শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ
সুলতান মিস্ত্রীর বারিক

ধর্ম্মও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযদুনাথ চবর্ত্তী।

লেখ্য বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজনকি খাতক [illegible] কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতি গ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদক বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সংকালত হইয়াছে। মুল্য এক টাকা মাত্র কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রিট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে

এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মূদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বার নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কালকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়ের মাশুল ৴০ আনা। কেহ নগদ ৫৲ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যশোহর অমৃত বাজার।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনিঅডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ; বি, এল
কৃষ্ণনগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার কাশীপুর

বাবু দীননাথ সেন, গোহাটি

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহক গণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক	৮ টাকা
যাণ্মাসিক	৪।০
ত্রৈমাসিক	২৸
প্রতি সংখ্যা	।০

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	১০ টাকা
যাণ্মাসিক	৬।০
ত্রৈমাসিক	৩৸

এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার	৵০
ও ততোধিক বার	৴০

এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃতপ্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত